বাংলাদেশের বন্যা

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশ বন্যা উপদ্রুত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। এশিয়ার অন্যতম ২টি বড় নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর ফলে প্রায় প্রতি বছর বাংলাদেশ মারাত্মক বন্যায় আক্রান্ত হয়। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি, উজান থেকে আসা বরফগলা ও বৃষ্টির পানি, সেই সংগে বিশ্বের সবচেয়ে বৃষ্টি বহুল অঞ্চল মেঘালয় পাহাড়ের পাহাড়ী ঢল এবং বঙ্গোপসাগরের জোয়ার এই বন্যাকে দীর্ঘস্থায়ী ও মারাত্মক অবস্থায় নিয়ে যায়। বন্যার ধরনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বন্যাকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়:

১. সাধারণ বন্যা (General Flood): সাধারণত বড় নদীগুলো থেকে সৃষ্ট বন্যা। বাংলাদেশের উত্তর ও মধ্য ভাগ এই বন্যায় বেশী আক্রান্ত হয়।

২. আকস্মিক বন্যা (Flash Flood): পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা যা অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে। সাধারনত বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল বিশেষ করে মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশের এলাকাসমূহ এই বন্যায় আক্রান্ত হয়।

৩. ঘূর্নিঝড়ের ফলে সৃষ্ট বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস (Tidal Surge): বাংলাদেশের উপকুলবর্তী এলাকায় বিশেষ করে ঘূর্নিঝড় প্রবন এলাকায় এই বন্যা দেখা দেয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলোর মধ্যে বন্যা সবচেয়ে ঘন ঘন ঘটে। এর মধ্যে ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪ এবং ২০০৭ সালের বন্যা উল্লেখযোগ্য।

২০০৪ সালের বন্যা :

২০০৪ সালে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে হাওড় অঞ্চল, সুরমা কুশিয়ারা অববাহিকা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা অববাহিকা এবং মেঘনা অববাহিকায় ব্যাপক ভাবে প্লাবিত হয়। এই বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি ছিল নিম্নরূপ:

- উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৫০টি উপজেলায় ৪২২টি ইউনিয়নের ৮০ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত হয়।
- মধ্য উত্তর অঞ্চলের ৩৫টি উপজেলার ৩৪০টি ইউনিয়নের ৩৫ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়। ১১ হাজার কিলোমিটার রাস্তা এবং ১২ হাজার ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়।
- মধ্য উত্তর অঞ্চলের চর জেলা গুলোর ২৩টি উপজেলার ১৯৫টি ইউনিয়নের ৩৩ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত হয়।
- যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বন্যায় ১৯টি উপজেলার ১৩৩টি ইউনিয়নের ১৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ঢাকা এবং মধ্য অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা শহর ও এর আশেপাশের ৩৯ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত হয় এবং ঢাকার সংগে অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢাকা শহরের বাইরের দেশের মধ্যাঞ্চলের ৬৪ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত হয় এবং ৮৩ হাজার ঘরবাড়ী সম্পূর্ন বিনষ্ট হয়।
- মেঘনার পূর্ব পাশের ২৪টি উপজেলার ৮৩টি ইউনিয়নের ৩৬ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত হয়।

২০০৪ সালের বন্যায় সর্বমোট ১১,৪১৮.৬ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপন করা হয়। যা ছিল নিম্নরূপ:

ক্ষতিগ্রস্ত খাত	ক্ষতির পরিমান (কোটি টাকা)	মোট ক্ষতির শতকরা ভাগ
কৃষি	২,৯২০.০	২৫.৬
অবকাঠামো	৩,৮৬৭.০	৩৩.৯
বাসস্থান	৩,৭০৬.০	৩২.৫
শিল্প	৫৩১.৭	৪.৭
শিক্ষা	৩৪৫.৪	৩.০
স্বাস্থ্য	৪৮.৫	০.৪
মোট ক্ষতির পরিমান	**১১,৪১৮.৬**	**১০০.০০**

উৎস: CPD, 2004, Rapid Assessment of Flood 2004, under the programme Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)

DER Sub Group, 2004, Monsoon Floods 2004, Draft Assessment Report

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

বাংলাদেশের বন্যা

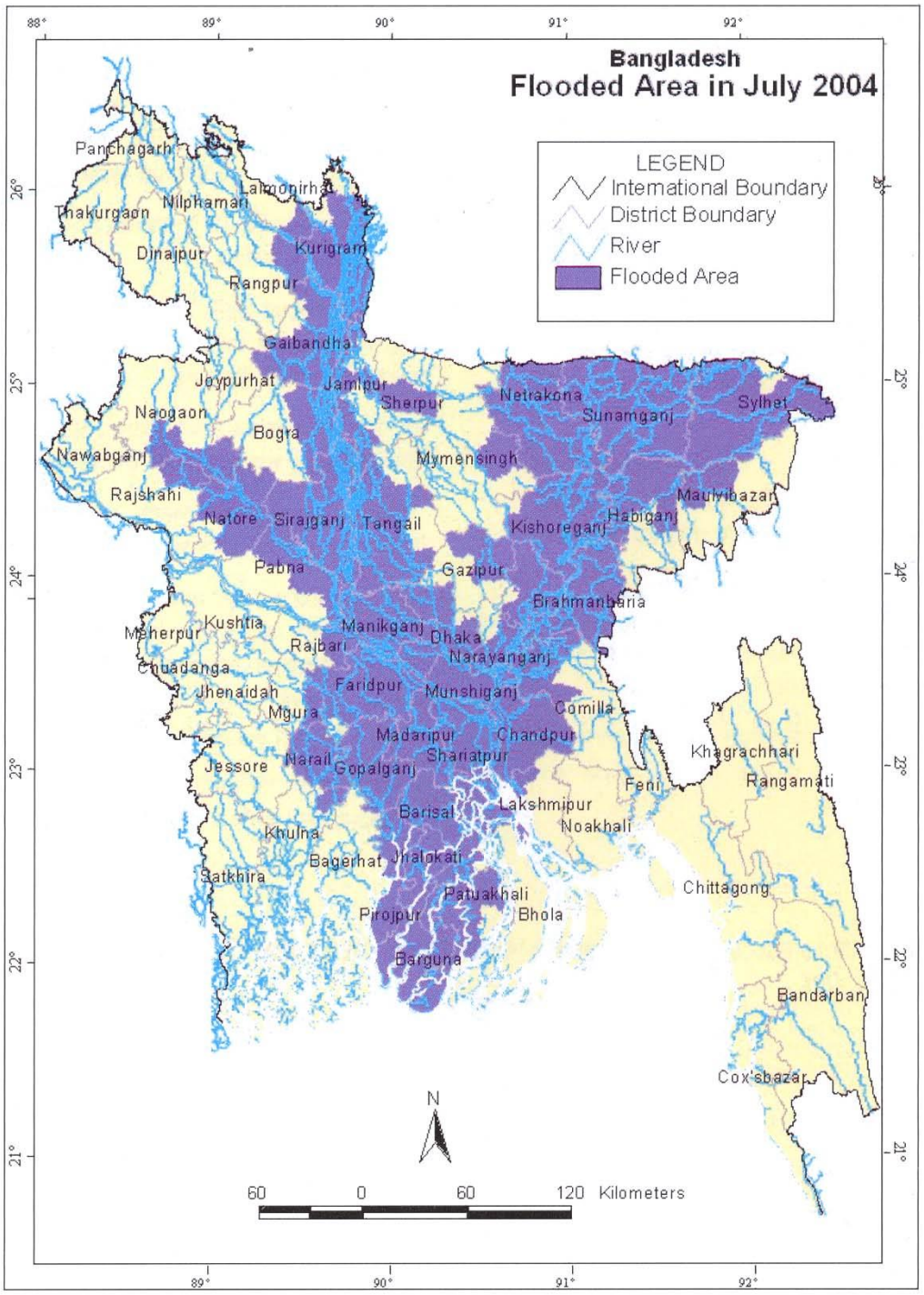
Bangladesh
Flooded Area in July 2004
LEGEND
International Boundary
District Boundary
River
Flooded Area
Panchagarh
Lalmonirhat
Thakurgaon
Nilphamari
Dinajpur
Kurigram
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Jamlpur
Sherpur
Netrakona
Sunamganj
Sylhet
Naogaon
Bogra
Nawabganj
Mymensingh
Rajshahi
Maulvibazar
Habiganj
Natore
Sirajganj
Tangail
Kishoreganj
Pabna
Gazipur
Brahmanbaria
Kushtia
Manikganj
Meherpur
Dhaka
Rajbari
Narayanganj
Chuadanga
Faridpur
Munshiganj
Jhenaidah
Comilla
Mgura
Madaripur
Chandpur
Khagrachhari
Shariatpur
Jessore
Narail
Gopalganj
Feni
Rangamati
Barisal
Lakshmipur
Noakhali
Khulna
Bagerhat
Jhalokati
Satkhira
Chittagong
Patuakhali
Pirojpur
Bhola
Barguna
Bandarban
Cox'sbazar
N
60 0 60 120 Kilometers
88°
89°
90°
91°
92°
21°
22°
23°
24°
25°
26°